উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে বিবর্তনবিদ্যা বাদ দেয়া উচিত হয়নি

'প্রাণের উন্মেষ ও বিবর্তন শীর্ষক' বিষয়ে আলোচনা করছেন প্রকৃতিবিদ দ্বিজেন শর্মা

বিবর্তন ধীরগতির প্রক্রিয়া। লাখ লাখ বছর ধরেই তা চলতে পারে। ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) তার বহুকালের গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ করেন 'The Origin of species' গ্রন্থে। তিনি তার গ্রন্থে প্রাণের উৎস, প্রাণীর বিবর্তন, পৃথিবীর জৈববৈচিত্র্য, জীবের টিকে থাকার চেষ্টা এবং বিভিন্ন প্রাণীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ত্ব প্রকাশ করেন। ডারউইনের সেই তত্ত্ব আজ আরও বিকশিত এবং শক্তিশালী সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। গত শতাব্দীতেই বিবর্তনবাদকে জীববিজ্ঞানের মূল শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে; কিন্তু বর্তমানে কিছু ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন নোংরা রাজনৈতিক আদর্শ বিজ্ঞানের এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অথচ বিজ্ঞানের এ শাখাটিকে বাদ দিলে চিকিৎসাবিজ্ঞান, পরিবেশবিজ্ঞান, জীব সৃষ্টির রহস্য ইত্যাদি বিষয়গুলো অনুধাবন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে– এসব কথাই উঠে এসেছে শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের আলোচনা সভায়।

আমাদের দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে বিবর্তনবিদ্যাকে বাদ দেয়া হয়েছে। পুরো জাতি আজ একটা ধর্মান্ধতার বেড়াজালে আবদ্ধ, প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষার আলো থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এসব কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে বিজ্ঞানের প্রকৃত বিষয়বস্তুকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে গত ৩ মার্চ শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের (কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি) উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়েছিল 'প্রাণের উন্মেষ ও বিবর্তন' শীর্ষক আলোচনা সভা। আলোচনা সভাটি শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য পেশার মানুষের উপস্থিতির ফলে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আলোচনা সভা চলে বিকাল ৪টা থেকে একটানা সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। অনুষ্ঠানটিতে সভাপত্তি করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক অজয় রায়। এখানে বিবর্তন বিষয়ে আলোচনা করেন প্রকৃতি বিজ্ঞানী, ডারউইন বিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ম. আখতারুজ্জামান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কে এস আরেফিন ও বিজ্ঞান বক্তা আসিফ। এছাড়াও শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আকমল হোসেন, প্রকৌশলী হারুন-অর-রশীদ, প্রকৌশলী আব্দুল ওয়াহিদ মজুমদার, প্রকৌশলী কাওসার আহমেদ, সাংবাদিক মাওলানা হোসেন আলী, স্থপতি সাইফুদ্দিন আহমেদ, আইনজীবী জাকিয়া আহমেদ, অধ্যাপক আবিদুর রেজা, অধ্যাপিকা ফরিদা মজিদ, অধ্যাপক নাসিম খলিলুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক।

আলোচনা সভায় বক্তারা অমর একুশে বইমেলা ২০০৭ ও প্রকাশিত বন্যা আহমেদের 'বিবর্তনের পথ ধরে' এবং অভিজিৎ রায় ও ফরিদ আহমেদের 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' বই দুটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং বলেন, 'বন্যা আহমেদের বইটিতে বিবর্তন সম্পর্কে আধুনিক ধারণাগুলো সহজভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যা খুবই ইতিবাচক।' এ তরুণ লেখক ও বক্তারা অভিনন্দন জানান এরকম বই উপহার দেয়ার জন্য। বক্তারা বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে বই দুটি পড়ার কথাও বলেন।

আলোচনা সভায় অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের সমাজ ধর্মীয় কুসংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ, আমাদের এ ধরনের বিশ্বাসের আবর্জনা থেকে মুক্তিলাভ করতে হবে।' তিনি বলেন, 'সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জিওর্দানো ব্রুনোকে জীবন দিতে হয়েছিল, আমাদেরও সত্য প্রতিষ্ঠার কাজে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করতে হবে।' তিনি জীবনের উৎপত্তি ও বহির্জাগতিক সভ্যতার বিষয়েও আলোচান করেন। অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা বলেন, '৬০-এর দশকের শেষার্ধেও কোনো শিক্ষক বা বিশ্ববিদ্যালয় বিবর্তনবাদ পড়ানোতে অস্বীকার করেননি কিংবা এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাননি। দ্বিজেন শর্মা আরও বলেন, বিবর্তনবাদ বাংলাদেশের কোনো স্কুল কলেজে পড়ানো হয় না। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা বিষয়টির গুরুত্বের তাৎপর্য বোঝার ও পড়ার চেষ্টাটাও এড়িয়ে যেতে চায়। তিনি আরও জানান কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানের শিক্ষকরা বিজ্ঞানের এ বিষয়টিকে এড়িয়ে যান। তিনি আরও বলেন, নতুন প্রকাশিত বই দুটো যারা ডারউইন নিয়ে সমালোচনায় মত্ত থাকেন তাদেরকে পড়ার জন্য অনুরোধ জানান। এ দেশে বিজ্ঞান এসেছে অন্য দেশ থেকে। তারা কাজ চালানোর জন্য বিজ্ঞানকর্মী তৈরি করতে চেয়েছে, বিজ্ঞানী নয়। যতোদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন না ঘটবে ততোদিন পর্যন্ত এ দেশে বিজ্ঞান চেতনা ও অগ্রগতির উন্নতি সম্ভব নয়। এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান পড়া ও বিজ্ঞানী হওয়ার সুযোগ নেই।' তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে বিবর্তনবাদ উঠিয়ে দেয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। অধ্যাপক আরেফিন ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্বকে সুন্দরভাবে বৈজ্ঞানিকভাবে শ্রোতাদের মাঝে তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, বিবর্তনতত্ত্ব শুধু জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয় সামাজিকবিজ্ঞান ও গতিশীলতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আবার প্রাণ, প্রাণের উন্মেষ ও বিবর্তন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন অধ্যাপক ম. আখতারুজ্জামান। বিজ্ঞান বক্তা আসিফ বলেন, 'আমাদের ইতিহাস জ্ঞান নেই। বিবর্তন ধারণা ছাড়া জীবজগৎই শুধু নয় মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বও বোঝা সম্ভব নয়।' অন্যদিকে অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক অজয় রায় বন্যা আহমেদের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ 'বিবর্তনের পথ ধরে'র আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, 'এখন ডারউইনের তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত। কার্বন ডেটিং ফসিল গবেষণা করে তার প্রমাণ অহরহ মিলছে।' পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের সহকারী সম্পাদক মি. সাইফুর রহমান তপন। তিনি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অংশগ্রহণকারীদের মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন অধ্যাপক অজয় রায় এবং অধ্যাপক ম. আখতারুজ্জামান। আলোচনা অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, ছাত্রসহ শতাধিক দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা অনুষ্ঠানের পর বিবর্তনবিষয়ক তথ্যচিত্র Becoming Human beings প্রদর্শিত হয়।

গ্রন্থনা : সৌরভ মাহমুদ